



নির্বাচন অগ্রাধিকার  
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন  
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০০৯.১৯-৪৮৯

তারিখ: ০৭ পৌষ ১৪২৬  
২২ ডিসেম্বর ২০১৯

### পরিপত্র-৩

বিষয়: ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের প্রার্থীদের আচরণ বিধি অনুসরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের নির্বাচনের জন্য ইতোমধ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র দাখিল সম্পন্ন হবে। ফলে সকল প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেন আচরণ বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করেন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার নির্দেশ প্রদান করতে হবে। আচরণ বিধি প্রতিপালনের কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

০২। নির্বাচনি প্রচারণা শুরুর তারিখ: নির্বাচন-পূর্ব সময় অর্থাৎ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর হতে ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত প্রত্যেক প্রার্থীকে সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধানসমূহ পরিচালনা করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৫ অনুসারে প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কোন নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করতে পারবেন না। বিষয়টি সম্পর্কে সকল প্রার্থীকে সচেতন করতে হবে।

০৩। মাইক্রোফোন ব্যবহার: অতীতে দেখা গিয়েছে, কোন-কোন ক্ষেত্রে প্রার্থীগণ সকাল হতে অধিক রাত পর্যন্ত মাইক ব্যবহার করে থাকেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একই সংগে পথসভার জন্য ০১টি এবং নির্বাচনি প্রচারণায় ০১টির অধিক মাইক ব্যবহার করে থাকেন। প্রার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান একটি ওয়ার্ডে পথসভা বা নির্বাচনি প্রচারণার কাজে একের অধিক মাইক্রোফোন বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন না। কোন নির্বাচনি এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকার পূর্বে এবং রাত ৮ (আট) ঘটিকার পরে করা যাবে না।

০৪। পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার: পোস্টার অবশ্যই সাদা-কালো হতে হবে এবং এর আয়তন ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার x ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটারের অধিক হতে পারবে না। পোস্টারে ছাপানো ছবি সাধারণ ছবি (portrait) হতে হবে এবং কোন অনুষ্ঠান বা মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমার ছবি ছাপানো যাবে না। সাধারণ ছবির আকার ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার x ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এর অধিক হতে পারবে না। নির্বাচনি প্রতীকের আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কোনক্রমেই ৩ (তিন) মিটারের অধিক হতে পারবে না। নির্বাচনি প্রচারণায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজ ছবি ও প্রতীক ব্যতীত অন্য কারো নাম, ছবি বা প্রতীক ছাপাতে কিংবা ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন রাজনৈতিক দলের মনোনীত হলে সেই ক্ষেত্রে তিনি কেবল তার দলের বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে বা লিফলেটে ছাপাতে পারবেন। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী প্রতীক ব্যবহার বা প্রদর্শনের জন্য একাধিক রং ব্যবহার করতে পারবেন না। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন পোস্টার লাগাতে পারবেন না। একই সাথে নির্বাচনি এলাকায় অবস্থিত দেওয়াল বা যানবাহনে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাতে পারবেন না। তবে ভোটকেন্দ্র ব্যতীত নির্বাচনি এলাকার যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাতে বা টাঙাতে পারবেন।

জারীকৃত  
১২/১২/১৯  
Secretary  
২৫/১২/১৯

✓

